

মূল শব্দাবলীঃ

সুন্নাহ
হাদীস
জীবন
প্রণবত



Majlis Ugama Islam Singapura

Friday Sermon

19 September 2025 / 26 Rabiulawal 1447H

সুন্নাহর দিশারী – জান্নাতের নিবাসী

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي اَرْسَلَ رَسُوْلَهُ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلٰى الدِّيْنِ كُلِّهِ
وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيدًا. اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَاَشْهَدُ اَنَّ
نَبِيَّنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ. اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِهِ
وَاَصْحَابِهِ اَجْمَعِيْنَ. اَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ اللّٰهِ، اتَّقُوا اللّٰهَ. قَالَ تَعَالٰى فِي التَّنْزِيْلِ:
يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ.

মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার অনুগ্রহপ্রাপ্ত সম্মানিত সুধী,

আমাদের তাকওয়া হোক আমাদের সঠিক পথ চলার দিশারী। আসুন, আমরা সকলে মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার সকল আদেশ মেনে চলি এবং তাঁর দেয়া সকল নিষেধাজ্ঞাগুলি থেকে নিজেদের দূরে রাখি।

আমাদের আমলকে নবীজী হযরত মুহম্মদ মুস্তফা (সঃ) এর সুন্নাহ দিয়ে সুশোভিত করি, যাতে আমাদের আত্মাও ঈমানের মালা দিয়ে শোভিত হয়। আমীন! ইয়া রাব্বাল আলামীন!

প্রিয় ভাইয়েরা আমার,

আমরা কীভাবে নবীজী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সঃ) এর পথ অনুসরণ করব? শুধু তাঁর শিক্ষা সম্পর্কে জানা আর বিশ্বাস করাই কি যথেষ্ট? না, একেবারেই না! তাঁকে অনুসরণ করা মানে শুধু বিশ্বাস করা নয়, বরং তাঁর সূনাহকে জীবনে কাজে লাগানো। অর্থাৎ তাঁর শিক্ষা, দিকনির্দেশনা, ব্যবহার আর চরিত্রকে নিজের জীবনে আনা।

সূরা আল ইমরানের ৩১ নম্বর আয়াতে মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ইরশাদ করেছেন,

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ
وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣١﴾

অর্থঃ (হে হাবীব!) বলে দিন: 'যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসো তবে আমাকে অনুসরণ করো, অতঃপর আল্লাহ তোমাদেরকে (তাঁর) প্রিয়তররূপে গ্রহণ করবেন এবং তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করবেন। আর আল্লাহ তা'আলা অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অসীম দয়ালু।

এই আয়াত আমাদের একটি গভীর সত্য শিক্ষা দেয়—যদি আমরা আন্তরিকভাবে আল্লাহকে ভালোবাসতে চাই, তবে অবশ্যই আমাদেরকে প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ এর অনুসরণ ও অনুকরণ করতে হবে। এর বিনিময়ে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাঁর রহমত বর্ষণ করবেন এবং আমাদের গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেবেন।

সম্মানিত ভাইয়েরা আমার,

আমরা কত ভাগ্যবান যে নবীজী (সঃ) এর অনুসারী হিসেবে সুন্নাহকে আজও আমরা পৃথিবীতে বিরাজমান দেখি। এটি অনেক আলেমের পরিশ্রমের ফল। উদাহরণস্বরূপ, ইমাম আল-বুখারী রহিমাহউল্লাহ হাদিস সংগ্রহ করতে অনেক দূর যেতেন এবং পুরো জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। তিনি এতই নিষ্ঠাবান ছিলেন যে, প্রতিবার সহীহ সংকলনে হাদিস লিখার আগে দুই রাকাত সুন্নাহ নামাজ পড়তেন। এত পরিশ্রম কেন? কারণ তিনি সত্যিই নবীজী (সঃ) এর সুন্নাহকে তাঁর জীবনে বলবৎ রাখতে চেয়েছিলেন।

ইমাম আল-বুখারীর মতো আলেমরা বুঝেছিলেন যে হাদিস, আর তাই নবীজী ﷺ-এর সুন্নাহ, শুধু কথার সংকলন নয়। এটি একটি জীবন্ত ঐতিহ্য, যা সময় পেরিয়ে আজও আমাদের পথ দে খায়। যদিও আমরা সরাসরি নবীজী (সঃ) এর সঙ্গে দেখা বা কথা বলার সুযোগ পাইনি, তাঁর সুন্নাহ আজও আমাদের আত্মার জন্য এক দিশারী আলো, এমন এক বাতিঘরের মতো যা কখনও নিভে যায় না।

তাহলে, নবীজী (সঃ) এর সুন্নাহর এই ঐতিহ্যের ব্যাপারে আমাদের কী করা উচিত?”

প্রিয় ভাইয়েরা আমার,

আজকের খুতবায় আমরা দেখবো কীভাবে দৈনন্দিন জীবনে সুন্নাহকে পালন করা যায়।

প্রথমতঃ সহজ সুন্নাহগুলিকে চিহ্নিত করা শুরু করুন সহজ সুন্নাহ অনুশীলন দিয়ে, যাতে আমরা সহজেই সেগুলিকে ধারাবাহিকভাবে পালন করতে পারি। যেমন—দৈনন্দিন দোয়াগুলো, যা আল-আজকার বা হিসনুল মুসলিমের মতো বইয়ে আছে। এগুলো হাদিসের ভিত্তিতে তৈরি, যেমন ঘুম থেকে ওঠার আগে, খাওয়ার আগে ও পরে, বাড়ি বা মসজিদে ঢোকার ও বের হওয়ার সময়, আর রাতে ঘুমোতে যাওয়ার আগে।

“উদাহরণস্বরূপ, নবীজী (সঃ) যখন বাড়ি থেকে বের হতেন, তখন যেই দোয়াটি পড়তেন তা হলো:

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ اَنْ اُضِلَّ اَوْ اُضِلَّ، اَوْ اَزِلَّ اَوْ اُزِلَّ، اَوْ اُظْلَمَ اَوْ
اُظْلَمَ، اَوْ اُجْهَلَ اَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ

“হে আল্লাহ, আমি আপনার শরণাপন্ন হই যেন আমি বিভ্রান্ত না হই বা অন্যকে বিভ্রান্ত না করি, আপনার পথ থেকে বিপথমান না হই বা অন্যকে বিপথমান না করি,, অত্যাচার না করি বা অত্যাচারের শিকার না হই, অজ্ঞতার সঙ্গে আচরণ না করি বা আমার প্রতি অজ্ঞতা প্রয়োগ না হয়।

এই দোয়াগুলো পড়ে আমরা আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখি এবং নবীজী ﷺ-এর সুন্নাহ অনুসরণ করি। যদি কখনও আমরা সুন্নাহ পালন করি না কারণ ফারাজি আমলগুলোতে বেশি মন দেই, তবে মনে রাখুন সুন্নাহ আমাদের ফারাজি আমল পূরণে সাহায্য করতে পারে, যেমন নামাজে কিছু ঘাটতি থাকলে তা পূরণ করার উপায় হিসেবে।

এছাড়াও, আমাদের উচিত ছোটবেলা থেকেই আমাদের সন্তানদের সুন্নাহ সম্পর্কে শিক্ষিত করা। সহজ কাজগুলো দিয়ে শুরু করলে, তারা সুন্নাহর ঐতিহ্যকে মূল্যায়ন করতে শিখবে এবং একই সঙ্গে নবীজী (সঃ) কে চিনতে ও ভালোবাসতে শিখবে।

দ্বিতীয়ত: দৈনন্দিন জীবনে সুন্নাহকে পথপ্রদর্শক করা

নবীজী মুহাম্মদ (সঃ) এর সুন্নাহ শুধু ইবাদতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। এটি আমাদের চরিত্র, কথাবার্তা, পরিবার, সহকর্মী ও সমাজের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রেও নির্দেশ দেয়। হ্যাঁ, সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোজা রাখা এবং মসজিদে জামাতের নামাজ পড়া সুন্নাহ। কিন্তু সুন্নাহ শুধু এইগুলো নয়—অনেক ছোট ছোট কাজও সুন্নাহ, যেমন: অন্যের প্রতি ভালো ধারণা রাখা, মুখে হাসি বা বন্ধুত্বপূর্ণ অভিবাদন করা, নম্র হওয়া, এবং সকলের সাথে সম্পর্কগুলি রক্ষার জন্য নিজেকে ধৈর্যশীল রাখা।

“যখন কেউ সত্যিই সুন্নাহকে নিজের জীবনে ধরে, তখন তা জীবনে সুখমতা ও শৃঙ্খলা আনে। তারা সময় ঠিকমতো ব্যবহার করে, ভদ্র আচরণ করে, অন্যদের প্রতি দয়া দেখায়, আর নিজের স্বাস্থ্য রক্ষায় সচেতন

হয়।

ঘোড়ায় চড়া, তীরন্দাজি বা সাঁতারও কি নবীজী (সঃ) এর সুন্নাহ নয়? আমাদের কাছে অন্য ধরনের ব্যায়ামের সুযোগ থাকলেও, যদি আমরা আমাদের স্বাস্থ্য রক্ষায় নবীজী (সঃ) এর সুন্নাহ অনুসরণের নিয়ত করি, আমরা আশা করি আল্লাহ তা‘আলা আমাদের জন্য নেকি লিখবেন।

জুম্মায় আগত সম্মানিত সুধী,

নবীজী মুহাম্মদ (সঃ) বলেছেন, যার অর্থ: ‘আমি তোমাদের জন্য দুটি জিনিস রেখে যাচ্ছি; যতদিন তোমরা এগুলোর সঙ্গে আঁকড়ে থাকবে, তোমরা কখনও পথভ্রষ্ট হবে না—এগুলো হলো আল্লাহর কিতাব এবং আমার সুন্নাহ।’ (মালিক কর্তৃক বর্ণিত)। চলুন আমরা একসাথে নবীর সুন্নাহ ধরে রাখি, এই আশায় যে একদিন আমরা জান্নাতের বাসিন্দা হতে পারব।

আল্লাহ তা‘আলা আমাদেরকে নবীজী (সঃ) এর পথ অনুসরণে সহায়তা করুন এবং আমাদের হৃদয় সুন্নাহর প্রতি প্রেমে পূর্ণ করুন, যেন এটি আমাদের এই জগত ও পরকালে সাফল্যের সূত্র হয়।

আমীন! ইয়া রাব্বাল আলামীন।

أَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ لِي وَلَكُمْ، فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ
الرَّحِيمُ.

Second Sermon

الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا كَمَا أَمَرَ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ اللَّهِ، اتَّقُوا اللَّهَ تَعَالَى فِيمَا أَمَرَ، وَانْتَهُوا عَمَّا نَهَاكُمْ عَنْهُ وَزَجَرَ.

أَلَا صَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى، فَقَدْ أَمَرَنَا اللَّهُ بِذَلِكَ حَيْثُ قَالَ فِي كِتَابِهِ الْغُرُزِ: إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ.

وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمُهَدِّينَ سَادَاتِنَا أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌّ، وَعَنْ بَقِيَّةِ الصَّحَابَةِ وَالْقَرَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، وَتَابِعِي التَّابِعِينَ، وَعَنْ مَعَهُمْ وَفِيهِمْ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ، الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ. اللَّهُمَّ ادْفَعْ عَنَّا الْبَلَاءَ وَالْوَبَاءَ وَالزَّلَازِلَ وَالْمَحَنَ، مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، عَنِ بَلَدِنَا خَاصَّةً، وَسَائِرِ الْبُلْدَانِ عَامَّةً، يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ. اللَّهُمَّ أَنْصُرْ إِخْوَانَنَا الْمُسْتَضْعِفِينَ فِي عَرَّةٍ وَفِي فَلَسْطِينَ وَفِي كُلِّ مَكَانٍ عَامَّةً، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. اللَّهُمَّ بَدِّلْ خَوْفَهُمْ أَمْنًا، وَحُزَنَهُمْ فَرَحًا، وَهَمَّهُمْ

فَرَجًا، يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ. اَللّٰهُمَّ اكْتُبِ السَّلَامَ وَالْأَمْنَ وَالْأَمَانَ
لِلْعَالَمِ كُلِّهِ وَلِلنَّاسِ أَجْمَعِينَ. رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً،
وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

عِبَادَ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، وَيَنْهَى عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، فَادْكُرُوا اللَّهَ الْعَظِيمَ
يَذْكُرْكُمْ، وَاشْكُرُوهُ عَلَى نِعَمِهِ يَزِدْكُمْ، وَاسْأَلُوهُ مِنْ فَضْلِهِ يُعْطِكُمْ، وَلَذِكْرُ
اللَّهِ أَكْبَرُ، وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ.